Faruque Hassan
President

২৮ নভেম্বর ২০২৩

পোশাক শ্রমিকদের জন্য নতুন ন্যূনতম মজুরি: স্পষ্টীকরণ এবং আর্থিক প্রভাব

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির বিষয়টি স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক, উভয় অঙ্গনে ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকদের জন্য গঠিত ন্যূনতম মজুরি বোর্ড ০৭ নভেম্বর ২০২৩ প্রাথমিকভাবে নতুন ন্যূনতম মজুরির ঘোষণা দিয়েছিলো, যা ১১ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে জারিকৃত একটি খসড়া গেজেটের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া (প্রসিডিউর) অনুসারে খসড়া গেজেট প্রকাশের পর ১৪ দিনের মধ্যে মালিক ও শ্রমিক পক্ষের মতামত/আপত্তি জানানোর জন্য একটি উইন্ডো রয়েছে। ১৪ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ায় মজুরি বোর্ড ২৬ নভেম্বর বৈঠক করে এবং খসড়া গেজেটে কিছু পরিবর্তনসহ ন্যূনতম মজুরি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

ন্যূনতম মজুরির চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে স্পষ্টীকরণ এবং পর্যবেক্ষণগুলো শেয়ার করার বিষয়ে যাওয়ার আগে আমি সবাইকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, বোর্ড সদস্যদের মধ্যে ধারাবাহিক বৈঠকের মাধ্যমে আলোচনা ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে ন্যূনতম মজুরি নেগোশিয়েট এবং চূড়ান্ত করা হয়েছে । উল্লেখ্য যে মজুরি বোর্ড স্বাধীনভাবে কাজ করে, যার সভাপতিত্ব করেন একজন অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ এবং সমান প্রতিনিধিত্বসহ শ্রমিক ও নিয়োগকর্তারা বোর্ডে অংশগ্রহণ করেন। একজন স্বাধীন সদস্য নিরপেক্ষ বোর্ড সদস্য হিসেবেও আলোচনায় অংশ নেন। আমরা লক্ষ্য করেছি যে কয়েকটি মিডিয়া রিপোর্ট এই প্রক্রিয়ায় বিজিএমইএ এর ভূমিকা ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে। সকলের অবগতির জন্য আমরা স্পষ্ট করে বলছি যে মজুরি আলোচনার প্রক্রিয়ায় বিজিএমইএ এর কোন অংশগ্রহন ছিলো না, এমনকি ০৭ নভেম্বর ২০২৩ মজুরি বোর্ড তাদের প্রাথমিক মজুরি ঘোষণা না করা পর্যন্ত আমরা এ বিষয়ে প্রকাশ্য কোনও মন্তব্য করিনি।

২৬ নভেম্বর ২০২৩ এ ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের চূড়ান্ত ঘোষণা অনুসারে নতুন মজুরি কাঠামোতে প্রধান পরিবর্তনগুলো হলো -

- ১) ১১ নভেম্বর ২০২৩ তারিখের খসড়া গেজেটে ঘোষিত গ্রেডের সংখ্যা চূড়ান্ত ঘোষনায় আরও কমিয়ে ৫টি থেকে ৪টি করা হয়েছে। এটি উল্লেখ্য যে ২০১৮ সালের ন্যূনতম মজুরি গেজেটে ৭টি গ্রেড আছে। চূড়ান্ত ঘোষণা অনুসারে (চূড়ান্ত গেজেট এখনও প্রকাশিত হয়নি), গ্রেড ৪ পূর্ববর্তী গ্রেড ৭'কে (*আগেরটি ২০১৮ সালের ন্যূনতম মজুরি গেজেটকে বোঝায়) এবং গ্রেড ৩ পূর্ববর্তী গ্রেড ৫ এবং গ্রেড ৬'কে প্রতিস্থাপন করে। নতুন গেজেটে আগের গেজেটের গ্রেড ১ ও গ্রেড ২ বাদ দেওয়া হয়েছে। গ্রেড ১ এবং গ্রেড ২ এর অপসারণ শ্রমিক এবং মালিকদের প্রতিনিধিদের আনুষ্ঠানিক দাবি অনুসারে করা হয়েছে এবং গ্রেড ৫ এবং গ্রেড ৬ এর একত্রীকরণ করা হয়েছে শ্রমিক প্রতিনিধিদের আনুষ্ঠানিক দাবি অনুসারে এবং মজুরি বোর্ড কর্তৃক দাবীগুলো গৃহীত হয়েছে। গ্রেডের পরিবর্তনগুলো নিম্নলিখিত সারণীতে প্রদর্শিত হয়েছে
-

BANGLADESH GARMENT MANUFACTURERS & EXPORTERS ASSOCIATION (BGMEA)
বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারক সমিতি
• বাংলাদেশে তৈরি •

BGMEA Complex, House # 7/7A, Block # H-1, Sector # 17, Uttara, Dhaka-1230, Bangladesh. Tel: +880 9638012345 | E-mail: info@bgmea.com.bd | Web: www.bgmea.com.bd
Regional Office: BGMEA Bhaban (Level- 4 & 5), 669/E, Jhautala Road, South Khulshi, Chattogram. Tel: +880-2333379125-7 (PABX) | Fax: +880-2333379127 | E-mail: info@bgmeactg.org

Table-1: Changes in the grades

Minimum Wage 2018	Minimum Wage 2023
Grade I	**Removed**
Grade II	
Grade III	**Grade I**
Grade IV	**Grade II**
Grade V	**Grade III**
Grade VI	
Grade VII	**Grade IV**

- ২) গ্রেড ৪ (আগের গ্রেড ৭) এর শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি প্রাথমিক ঘোষণা অনুযায়ী অপরিবর্তিত রয়েছে, মোট মজুরি ১২,৫০০ টাকা। এই মজুরি অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য, যাদের সে রকম শিক্ষা নেই এবং কাজের অভিজ্ঞতাও নেই। তারা শেখার প্রক্রিয়া চলাকালীন এই মজুরি পায় এবং কারখানার কাপড়, আনুষাঙ্গিক, এবং অন্যান্য সরঞ্জাম ব্যবহার করে দক্ষতা অর্জন করে। এন্ট্রি লেভেলে একজন অদক্ষ শ্রমিকের মোট মাসিক ন্যূনতম মজুরি ৪,৫০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা বিদ্যমান ন্যূনতম মজুরির তুলনায় ৫৬.২৫% বেশি।

Table-2: Minimum wage comparison for Grade III and IV

Paticiulars	**Grade IV (former VII)**		**Grade III (former VI)**		**Increase in Tk** (from 2018 to 2023)		**Increase in %** (from 2018 to 2023)	
	2018	2023	2018	2023	Grade IV (former VII)	Grade III (former VI)	Grade IV (former VII)	Grade III (former VI)
Basic, Tk	4100	6700	4380	7400	2600	3020	63.41%	68.95%
House rent, Tk	2050	3350	2190	3700	1300	1510	63.41%	68.95%
Medical, Tk	600	750	600	750	150	150	25.00%	25.00%
Transport, Tk	350	450	350	450	100	100	28.57%	28.57%
Food, Tk	900	1250	900	1250	350	350	38.89%	38.89%
Gross, Tk	8000	12500	8420	13550	4500	5130	56.25%	60.93%
Overtime pay per hour, Tk	39.42	64.42	42.12	71.15	25.00	29.04	63.41%	68.95%
Yearly 2 festival bonuses, Tk	4100X2 =8200	6700X2 =13400	4380X2 =8760	7400X2 =14800	5200	6040	63.41%	68.95%
Pay per day of annual earned leave, Tk	133	208	140	226	75	86	56.25%	60.93%
Basic-Gross ratio	51.25%	53.60%	52.02%	54.61%	--	--	--	--

BANGLADESH GARMENT MANUFACTURERS & EXPORTERS ASSOCIATION (BGMEA)
বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারক সমিতি
• বাংলাদেশে তৈরি •

BGMEA Complex, House # 7/7A, Block # H-1, Sector # 17, Uttara, Dhaka-1230, Bangladesh. Tel: +880 9638012345 | E-mail: info@bgmea.com.bd | Web: www.bgmea.com.bd
Regional Office: BGMEA Bhaban (Level- 4 & 5), 669/E, Jhautala Road, South Khulshi, Chattogram. Tel: +880-2333379125-7 (PABX) | Fax: +880-2333379127 | E-mail: info@bgmeactg.org

- ৩) উদাহরণস্বরূপ, নতুন গ্রেডিং কাঠামো অনুসারে 'এবিসি' নামের একজন কর্মী, যিনি ১লা ডিসেম্বর ২০২৩ বা তার পরে একজন অদক্ষ কর্মী হিসেবে শিল্পে গ্রেড ৪ পদে যোগদান করবেন, তিনি মূল মজুরি হিসাবে ৬,৭০০ টাকা, বাড়ি ভাড়া হিসাবে ৩,৩৫০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা হিসাবে ৭৫০ টাকা, পরিবহন ভাতা হিসাবে ৪৫০ টাকা এবং খাদ্য ভাতা হিসাবে ১২৫০ টাকা; সব মিলিয়ে মোট মাসিক ন্যূনতম মজুরি হিসাবে মোট ১২,৫০০ টাকা পাবেন, অর্থাৎ বর্তমান মজুরির তুলনায় মোট মজুরি ৫৬.২৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। ঘন্টা প্রতি ওভারটাইম ভাতা ৩৯ টাকা থেকে ৬৩.৪১% বৃদ্ধি করে ৬৪ টাকা করা হয়েছে। তিনি বছরে ২টি উৎসব ভাতা পাবেন, যা প্রতি মাসে ১,১১৭ টাকার সমতূল্য, বর্তমানে যা কিনা ৬৮৩ টাকা। প্রতিদিন অর্জিত ছুটির অর্থের পরিমাণ ১৩৩ টাকা থেকে বেড়ে এখন ২০৮ টাকা হয়েছে।

- ৪) নতুন গ্রেডিং কাঠামো অনুযায়ী গ্রেড ৩ এর জন্য 'এক্সওয়াইজেড' নামের একজন কর্মীর উদাহরণ ব্যবহার করা যাক। এই শ্রমিকের মোট মাসিক মজুরি ৬০.৯৩% বেড়ে ৮,৪২০ থেকে ১৩,৫৫০ টাকা হয়েছে (৫,১৩০ টাকা বেড়েছে)। এক্সওয়াইজেড এর মূল মজুরি ৬৮.৯৫% বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে ওভারটাইম ভাতা এবং উৎসব ভাতার পরিমানও সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বার্ষিক উপার্জিত ছুটির দিন প্রতি বেতন ১৪০ টাকা থেকে বেড়ে ২২৬ টাকা হয়েছে।

- ৫) এটি লক্ষ্যনীয় বিষয় যে গ্রেড ৪ কর্মীদের জন্য মূল-মোট মজুরি অনুপাত ৫১.২৫% থেকে ৫৩.৬০% হয়েছে এবং গ্রেড ৩ এর জন্য অনুপাত ৫২.০২% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৪.৬১% হয়েছে। উল্লেখ্য যে মূল মজুরি বৃদ্ধির উপরে অনুপাত বৃদ্ধি পায়, যা প্রকৃত 'টাকা'র পরিমাণে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিকে প্রতিফলিত করে।

- ৬) আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে পূর্ববর্তী মজুরি স্কেল অনুযায়ী গ্রেড ৬ এবং গ্রেড ৭ এর মধ্যে পার্থক্য হলো ৪২০ টাকা, বা ৫.২৫%। নতুন মজুরি কাঠামো অনুযায়ী, গ্রেড ৩ এবং ৪ এর মধ্যে পার্থক্য হলো ১,০৫০ টাকা বা ৮.৪০%। আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে পূর্বের গ্রেড ৫ এবং ৬-কে নতুন ক্রমে 'গ্রেড ৩' হিসাবে একীভূত করা হয়েছে, এটি একজন নতুন/অদক্ষ কর্মী এবং একজন দক্ষ কর্মীর মধ্যে দক্ষতার পার্থক্য বোঝার জন্য এবং দক্ষতা অর্জনকে আরও উৎসাহিত করার জন্য করা হয়েছে। এটি উচ্চ গ্রেডের জন্য শ্রমিকদের উচ্চ বেতনের চাহিদাও পূরণ করে।

চূড়ান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি পাওয়া গেলে আরও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। যা হোক, শিল্পটি ১লা ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে নতুন মজুরি কার্যকর করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এটি লক্ষ্য করা যেতে পারে যে শ্রম আইনে প্রতি বছর কমপক্ষে ৫% ইনক্রিমেন্ট প্রদান করা বাধ্যতামূলক করা হলেও বাস্তবে কারখানাগুলো যোগ্য শ্রমিকদের পারফরমেন্স এর উপর ভিত্তি করে নূন্যতম পরিমানের চেয়েও বেশি, উচ্চতর ইনক্রিমেন্ট দেয়।

অধিকন্তু, মোট মজুরি কাঠামোর মধ্যে ভাতাগুলো একীভূত করা ছাড়াও কারখানাগুলো শ্রমিকদের কল্যানে মজুরি-বহির্ভূত বিভিন্ন সুবিধা দিচ্ছে (কারখানা থেকে কারখানায় ভিন্নতা রয়েছে)। যার মধ্যে রয়েছে প্রতি মাসে ৩০০-১,০০০ টাকার মধ্যে হাজিরা ভাতা, উৎপাদন ভাতা, বিনামূল্যে/ভর্তুকিযুক্ত দুপুরের খাবার, বিনামূল্যের টিফিন। অনেক কারখানা বিনামূল্যে বা ভর্তুকি মূল্যে মহিলা শ্রমিকদের স্যানিটারি ন্যাপকিন সরবরাহ করে। কিছু কারখানা আবার

অন্তঃস্বত্তা নারী শ্রমিকদের দুধ এবং ডিমসহ অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করে, ফলিক অ্যাসিডের পরিপূরক বিতরণ করে, স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালনা করে। কিছু কারখানা শ্রমিকদের শিশুদের জন্য বিনামূল্যে স্কুল, ডে কেয়ার সেন্টার পরিচালনা করে। চিকিৎসা, বিবাহ ইত্যাদির জন্য বিশেষ সহায়তাসহ আরও শিল্পে অসংখ্য সেরা অনুশীলনের দৃষ্টান্ত রয়েছে।

তৈরি পোশাক শিল্পখাত হলো ৪০ লক্ষ শ্রমিকের একটি শিল্প, যার উপর সরাসরিভাবে ২ কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা নির্ভরশীল। বাংলাদেশের অর্থনীতি এই শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। শিল্পের প্রবৃদ্ধি, আমাদের অর্থনীতি ও দেশের আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধির পরিপূরক। তাই এই শিল্পের প্রতিযোগী সক্ষমতা টিকিয়ে রাখা আমাদের শ্রমিকদের, তাদের পরিবার এবং বৃহত্তর অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যেহেতু তৈরি পোশাক শিল্পখাত একটি শ্রম-নিবিড় শিল্প এবং আমরা বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনের একটি অংশ, তাই মজুরি আলোচনা স্থানীয় এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্য প্রেক্ষাপট থেকে আলাদা করা হলে সাসটেইনেবিলিটি নিশ্চিত করা যাবে না। আমি মনে করি, আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলোর উচিত হবে শিল্পের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট, অর্থাৎ শিল্পের ব্যয় এবং মূল্যের গতিশীলতা (প্রাইস ডিনামিকস) এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পোশাক উৎপাদনকারী বিভিন্ন দেশে তুলনামূলক মজুরি বৃদ্ধির বিষয়গুলো আমলে নেয়া।

যদিও পোশাক শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নিঃসন্দেহে একটি বৃহত্তর ভূমিকা পালন করছে, তারপরও আমরা প্রায়শই শিল্প-বিরোধী পক্ষপাতিত্বময় প্রতিবেদন ও বিভ্রান্তিপূর্ন উপস্থাপন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হই। এমনকি বৈশ্বিক বাণিজ্য নীতিগুলো শাস্তিমূলক ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকছে, এগুলোর প্রভাব সব সময় শ্রমিকদের পক্ষে নাও যেতে পারে, তবে আমরা একসাথে যাত্রার পথ প্রশস্ত করে চলতে চাই।

যখন আমরা প্রতিবেদন এবং মন্তব্যগুলো দেখি – আমরা দেখতে পাই যে শ্রমিক এবং নিয়োগকর্তাদের মধ্যে আলোচনা করা এবং সম্মত ন্যূনতম মজুরিকে 'অপ্রতুল" বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর বিপরীতে আমরা কিন্তু 'মূল্য' দৃষ্টিকোণ থেকে মজুরির পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন করার জন্য খুব বেশি প্রচেষ্টা দেখতে পাই না। এটি অবশ্যই উল্লেখ্য যে ন্যূনতম মজুরি বোর্ড সর্বনিম্ন ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে, তবে প্রকৃত মজুরি অনেক বেশি এবং এটিও উল্লেখ্য যে ১২,৫০০ টাকা শুধুমাত্র এন্ট্রি গ্রেডের শ্রমিকদের জন্য, যারা কিনা পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই শিল্পে আসেন।

যখন আমরা মোট মজুরি (ন্যূনতম মজুরি বা নেগোশিয়েটেড ওয়েজের ভিত্তিতে) ছাড়াও কর্মীরা যে বিভিন্ন নগদ সুবিধাগুলো বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন, সে সম্পর্কে তথ্য শেয়ার করি, তখন আমরা বিভিন্ন সমালোচনার সম্মুখীন হই। মজার বিষয় হলো যে মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে ২০২৩ সালের অক্টোবরে প্রায় ৮ কোটি ৪০ লাখ আমেরিকানকে একাধিক কাজ করতে হয়েছিল এবং বিশ্বের অন্যান্য অংশেও একই রকম উদাহরণ থাকতে পারে। অধিকন্তু, বাংলাদেশে ৪৪টি বিভিন্ন খাত রয়েছে এবং দেশে অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় প্রায় ৬ কোটি মানুষ রয়েছেন, যার মধ্যে ৪০ লক্ষ মানুষ পোশাক শিল্পে নিয়োজিত এবং এই খাতগুলোর মধ্যে পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি শীর্ষে রয়েছে এবং এর সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন শুধুমাত্র পোশাক শিল্পেই হচ্ছে।

BGMEA Complex, House # 7/7A, Block # H-1, Sector # 17, Uttara, Dhaka-1230, Bangladesh. Tel: +880 9638012345 | E-mail: info@bgmea.com.bd | Web: www.bgmea.com.bd
Regional Office: BGMEA Bhaban (Level- 4 & 5), 669/E, Jhautala Road, South Khulshi, Chattogram. Tel: +880-2333379125-7 (PABX) | Fax: +880-2333379127 | E-mail: info@bgmeactg.org

Faruque Hassan
President

আমি বলে আসছি যে দাম এবং দায়িত্বশীল ক্রয় চর্চা নিয়ে আমরা খুব বেশি বিশ্লেষণ, সমালোচক, প্রতিবেদন এবং ব্যবস্থা দেখতে পাই না; অন্তত নিম্নলিখিত সারণীটি কর্মীদের প্রতি কোনো সহানুভূতি প্রতিফলিত করে না (এটি কেবলমাত্র প্রধান আইটেমগুলোর ৩ মাসের ডেটা প্রদর্শন করছে – যদি আমরা ১০ বছরের ডেটাও তুলনা করি, মূল্য স্থবিরতা দেখতে পাই। ২০২২ এর জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বরের তুলনায় ২০২৩ এর জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে ইইউ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রধান আইটেমগুলোর দাম কমার শতাংশ) -

Table-3: Unit price trend of few select items sourced by EU and USA from Bangladesh (growth of unit price in corresponding months of the year 2022 and 2023)

Items	EU (unit price change% in US$/kg)			USA (unit price change% in US$/SME)		
	Jul-23 vs Jul-22	Aug-23 vs Aug-22	Sep-23 vs Sep-22	Jul-23 vs Jul-22	Aug-23 vs Aug-22	Sep-23 vs Sep-22
Cotton t-shirt	-7.37%	-11.60%	-10.76%	-7.25%	-16.74%	-25.38%
M/B cotton trouser	1.59%	-7.80%	-7.09%	-1.55%	-0.94%	-5.47%
Cotton sweater	-7.15%	-13.21%	-14.71%	-10.85%	-5.79%	-3.98%

Source: Eurostat and Otexa.

মুদ্রার সর্বদা দুটি দিক থাকে এবং যদি আমরা সত্যিই উদ্বিগ্ন থাকি, তবে আমাদের প্রতিটি দিকে সমানভাবে সহানুভূতিশীল হওয়া দরকার।

ফারুক হাসান
সভাপতি, বিজিএমইএ

BANGLADESH GARMENT MANUFACTURERS & EXPORTERS ASSOCIATION (BGMEA)
বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারক সমিতি
• বাংলাদেশে তৈরি •

BGMEA Complex, House # 7/7A, Block # H-1, Sector # 17, Uttara, Dhaka-1230, Bangladesh. Tel: +880 9638012345 | E-mail: info@bgmea.com.bd | Web: www.bgmea.com.bd
Regional Office: BGMEA Bhaban (Level- 4 & 5), 669/E, Jhautala Road, South Khulshi, Chattogram. Tel: +880-2333379125-7 (PABX) | Fax: +880-2333379127 | E-mail: info@bgmeactg.org